OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 659 - 663
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 659 - 663
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ছোটগল্পে ভাষা শৈলীর রূপান্তর : দ্বিতীয়ার্ধের নির্বাচিত গল্পকারদের রচনাশৈলীর তুলনামূলক পর্যালোচনা

বর্ষা পন্ডা
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
বাংলা ছোটগল্প, ভাষা শৈলী, রূপান্তর, সমাজচেতনা, আধুনিকতা, ভাষার বিবর্তন, বাস্তববাদ।

Abstract
বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলী বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক গভীর রূপান্তরের সাক্ষী। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোটগল্পের ভাষা ও আঙ্গিকেও পরিবর্তন আসে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী থেকে শুরু করে সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আধুনিক গল্পকারদের লেখনীতে ভাষা শৈলীর এই বিবর্তন লক্ষণীয়। আধুনিক সমাজের নিত্যদিনের ঘটনা, ব্যক্তির মানসিক টানাপোড়েন, বাস্তবতার নিরিখে জীবনচিত্রণ এবং ভাষার বহুমাত্রিকতা ছোটগল্পে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। বর্তমান গবেষণাটি দ্বিতীয়ার্ধের নির্বাচিত গল্পকারদের গল্পের ভাষা, বর্ণনা শৈলী এবং সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবে।

Discussion

ভূমিকা - বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে ভাষা শৈলীর বিবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এই সময়ের ছোটগল্পের ভাষা ছিল অলঙ্কারময়, কাব্যময় এবং সমাজের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণির মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পে ভাষা শৈলীর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই সময়ে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানুষের জীবনবোধে এক গভীর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা গল্পের ভাষা ও আঙ্গিকেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়, দেশভাগের যন্ত্রণা, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, সমাজতান্ত্রিক চেতনার উত্থান এবং নগরজীবনের বাস্তবধর্মী সংকট বাংলা ছোটগল্পের ভাষায় বহুমাত্রিকতা নিয়ে আসে। গল্পকারদের ভাষায় আঞ্চলিক রীতি, কথ্যভাষার সংযোজন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার বহুবিধ প্রতিফলন দেখা যায়। ভাষার এই রূপান্তর বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের গভীরতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি-নির্ভর ভাষা থেকে শুরু করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠিন বাস্তববাদী শৈলী, সমরেশ বসুর নগরজীবনের জটিল ভাষা এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক মানসিক দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার ভাষা —এগুলো এক-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 659 - 663
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটি সময়ের ভাষা শৈলীর পরিচায়ক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক ফুটে ওঠে, যা গ্রামীণ জীবনের সরল সৌন্দর্যকে ভাষার মাধ্যমে তুলে ধরে। 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত'-তে বিভূতিভূষণের ভাষা একদিকে যেমন কাব্যময়, তেমনই আবার গ্রামীণ জীবনের অন্তর্নিহিত আবেগকে ফুটিয়ে তোলে। অন্যদিকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ভাষা হয়ে ওঠে কঠোর বাস্তববাদী, যেখানে দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং সামাজিক বৈষম্যের ছবি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন, অভাব, লড়াই এবং সামাজিক দ্বন্দ্বকে গভীর বাস্তবতায় তুলে ধরে।

সমরেশ বসুর গল্পে নাগরিক জীবনের ভাষা ফুটে ওঠে। মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্নভঙ্গ, টানাপোড়েন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁর ভাষাকে গতিশীল, সংলাপমুখর ও বাস্তবধর্মী করে তোলে। 'প্রজাপতি' বা 'গঙ্গা'র মতো গল্পে সমরেশ বসুর ভাষার মাধ্যমে নগরজীবনের সংকট, মানসিক জটিলতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়। অপরদিকে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে আধুনিক মানুষের মানসিক দ্বন্দ্ব, আত্মানুসন্ধান এবং সামাজিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাঁর ভাষা কখনও মনস্তাত্ত্বিক, কখনও নাগরিক বোধের গভীরতাকে স্পর্শ করে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'নীললোহিত' গল্পে সুনীলের ভাষা শহুরে জীবনের বিষণ্ণতা, মানসিক টানাপোড়েন এবং আধুনিকতার সংকটকে ফুটিয়ে তোলে। দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ছোটগল্পে স্থানীয় উপভাষার সংযোজন এবং কথ্যরীতির ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রায়নকে আরও বাস্তব ও প্রাণবন্ত করে তোলা হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পল্লীজীবনের ভাষা, লোকসংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহার পাঠককে গ্রামীণ জীবনের গভীরে নিয়ে যায়। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' বা 'গণদেবতা' গল্পে তারাশঙ্করের ভাষা, স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবনবোধকে তুলে ধরার জন্য আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ ব্যবহার করেছেন।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীর রূপান্তরের পিছনে কার্যকরী প্রভাবগুলি বিশ্লেষণ করা, বিভিন্ন গল্পকারের ভাষার ভিন্নমাত্রিক ব্যবহারের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা এবং বাংলা ছোটগল্পে ভাষার বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা। ভাষার এই বিবর্তন বাংলা ছোটগল্পকে শুধুমাত্র সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখেনি, বরং সমাজের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীর বিবর্তন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক নতুন মাত্রা পায়। এই সময়ে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ছোটগল্পের ভাষার শৈলীতেও গভীর প্রভাব ফেলে। ভাষার মধ্যে বাস্তববাদ, মনস্তাত্ত্বিক সংকট, সংলাপের বহুমাত্রিক ব্যবহার, আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ এবং কথ্যরীতির প্রবেশ গল্পকে বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র ভাষার গতিশীলতাকেই তুলে ধরে না, বরং সমাজের বহুমাত্রিক সমস্যাকে পাঠকের সামনে বাস্তবতার আবরণে উপস্থাপন করে।

১. ভাষা শৈলীর রূপান্তরের প্রেক্ষিত - বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পে ভাষা শৈলীর রূপান্তর বহুস্তরীয় ও বৈচিত্র্যময়। রবীন্দ্রোত্তর যুগে ছোটগল্পের ভাষা আর কেবল সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থাকেনি; বরং তা সমাজের নানান স্তরের মানুষের কথ্যভাষাকে গ্রহণ করেছিল। ভাষার মধ্যে স্থানীয় উপভাষার প্রভাব, আঞ্চলিক রীতির অনুপ্রবেশ এবং সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের ভাবপ্রকাশ ভাষা শৈলীতে বহুমাত্রিকতার জন্ম দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীতে বাস্তববাদের শক্তিশালী প্রয়োগ ঘটান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' গল্প থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি গল্পের একটি গভীর দার্শনিক মন্তব্য যা মানুষের জীবনের বিভ্রান্তি এবং ভুল ধারণার প্রতি একটি কঠোর দৃষ্টি প্রদান করে।

> "সবাই নিজেকে ভোলায়। খিদে-তেষ্টা পেলে তা মেটানো, ঘুম পেলে ঘুমানো, এসব ছাড়া জীবনটা আমাদের বানানো, নিজেকে ভোলানোর জন্য ছাড়া বানানোর কষ্ট কে স্বীকার করে? বেশিরভাগ মানুষের এটা বুঝবার ক্ষমতা থাকে না, সারাজীবন ভুলও ভাঙে না, বুঝতেই যদি না পারা যায়, ভুল তবে আর কিসের ভুল? কেউ কেউ টের পেয়ে যায়, তাদের হয় কষ্ট। জীবনকে যারা বুঝে, বিশ্লেষণ করে বাঁচতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 659 - 663
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> চায় এই জন্য তারা বড় দুঃখী। বড় যা কিছু আঁকড়ে ধরতে পায় তাই ভুয়ো। এই জন্য এই ধরনের লোকের মনে জীবন থেকে বড় কিছু প্রত্যাশা থাকা বড় খারাপ- যত বড় প্রত্যাশা তত বড় দুঃখ পায়।"[১]

এই উদ্ধৃতিটি একটি গভীর জীবনবোধ এবং চিন্তাভাবনার প্রকাশ, যেখানে লেখক ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্নিহিত দুঃখের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি বিশ্বকে চিত্রিত করেছেন যেখানে মানুষের ভুল ধারণা, আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যাশা এক ধরনের দুঃখের জন্ম দেয়।

এটি তার ছোটগল্পে বাস্তববাদী উপস্থাপনার এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত, যেখানে মানুষ নিজেকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন সে জীবনের গভীরে পৌঁছায়, তখনই তার সামনে আসে এক কঠিন, কিন্তু বাস্তব সত্য। চরিত্রের মনের গভীরে প্রবেশ করে ভাষা গল্পের গতিকে তীক্ষ্ণ বাস্তবতায় নিয়ে যায়।

> "বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর-তিরিশেক কাহারদের বসতি। জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ–কুমার-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর, এবং তন্তুবায় দু ঘর। জাঙলের সীমানা বড়; হাঁসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিতও অনেক– নীলকুঠির সাহেবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিন শো বিঘা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে গ্রামীণ জীবনের সরলতা, লোকসংস্কৃতির অনুষঙ্গ এবং মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম জীবন্ত হয়ে ওঠে।"[২]

এটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' গল্পের একটি অংশ। এখানে তিনি বাঁশবাঁদি গ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন, যেখানে একদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অন্যদিকে মানুষের বসবাসের সহজ, গ্রামীণ জীবন উঠে আসে। এই অংশে বাঁশবাঁদি গ্রামের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা একটি ছোট গ্রাম, যেখানে পুকুরের চারপাশে কয়েকটি ঘরবাড়ি আছে এবং গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের বাস।

২. বাস্তববাদ ও মনস্তাত্ত্বিক অনুধ্যান - দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ছোটগল্পে বাস্তববাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। গল্পের ভাষা শুধু বর্ণনামুখর ছিল না, বরং তা চরিত্রের মানসিক সংকট, সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মপরিচয়ের সন্ধানকে ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে ভাষার সরলতা, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং সমাজের কুসংস্কার নিয়ে তীক্ষ্ণ হাস্যরস লক্ষ্য করা যায়। 'স্বর্ণমৃগ' এবং 'সাঁঝবাতির রূপকথা'র মতো গল্পে সমাজের অন্তর্লীন সংকট, মানুষের মানসিক দুর্বলতা এবং মূল্যবোধের পতন ব্যঙ্গাত্মক ভাষার মাধ্যমে ফুটে ওঠে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা কখনও সরল, কখনও রসাত্মক, আবার কখনও তীক্ষ্ণ সমাজবীক্ষণের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়।

> "কত আদরের এই দেহ। তবু যখন দেহ মরে তখন তাহা অশুচি হইয়া যায়। প্রিয়জন যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ কত সমাদর, কত আদর ও সোহাগ। সেই প্রিয়জন যখন মৃতদেহে পর্যবসিত হইল তখনই তাহা অস্পৃশ্য।"[৩]

এই উদ্ধৃতিটি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *দূরবীন* বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি মানুষের জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গভীর চিন্তা করছেন।

উদ্ধৃতিটি প্রিয়জনের জীবিত অবস্থায় আমরা যে স্নেহ, ভালোবাসা, আদর ও সোহাগ অনুভব করি, তা মৃতদেহের ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত হয়ে যায়। মৃতদেহ যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন তা আর সেই প্রিয়জনের দেহ থাকে না, বরং এটি হয়ে ওঠে অশুচি বা অস্পৃশ্য। এটি প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মৌলিক সত্যকে তুলে ধরে— যেখানে দেহের জীবন্ত অবস্থায় আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মৃত্যু তাকে এক আলাদা পরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই চিন্তাভাবনা মানুষ এবং মৃত্যুর সম্পর্ক, জীবনের অস্তিত্ব এবং তার পরিণতি সম্পর্কে এক গভীর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 659 - 663
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিফলন দেয়। এই উদ্ধৃতিটি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *দূরবীন* বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি মানুষের জীবনের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গভীর চিন্তা করছেন।

উদ্ধৃতিটি প্রিয়জনের জীবিত অবস্থায় আমরা যে স্নেহ, ভালোবাসা, আদর ও সোহাগ অনুভব করি, তা মৃতদেহের ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত হয়ে যায়। মৃতদেহ যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন তা আর সেই প্রিয়জনের দেহ থাকে না, বরং এটি হয়ে ওঠে অশুচি বা অস্পৃশ্য। এটি প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের মৌলিক সত্যকে তুলে ধরে— যেখানে দেহের জীবন্ত অবস্থায় আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মৃত্যু তাকে এক আলাদা পরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই চিন্তাভাবনা মানুষ এবং মৃত্যুর সম্পর্ক, জীবনের অস্তিত্ব এবং তার পরিণতি সম্পর্কে এক গভীর প্রতিফলন দেয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ভাষার মধ্যে থাকে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম উপস্থাপনা। 'দূরবীন' এবং 'পারাপার' গল্পে শীর্ষেন্দুর ভাষা চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন, অনিশ্চয়তা এবং সমাজের গভীর সংকটকে চিত্রায়িত করে। তাঁর ভাষা কখনও রহস্যময়, কখনও পরাবাস্তবতায় মোড়া। চরিত্রের অন্দরমহলের অনির্ধারিত দ্বন্দ্ব ও সংশয় শীর্ষেন্দুর ভাষায় দক্ষতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।

৩. ভাষার বহুমাত্রিকতা ও কথোপকথনের ভূমিকা - দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ছোটগল্পে ভাষার বহুমাত্রিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভাষার মধ্যে স্থানীয় উপভাষা, কথ্যরীতির সংমিশ্রণ এবং সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রায়ন গল্পের ভাষাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে সংলাপ গল্পের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রের মানসিক পরিবর্তন, সামাজিক সংকট এবং গল্পের গতি নির্ধারিত হয়েছে। নাগরিক জীবনের জটিল সংকট, গ্রামীণ জীবনের সরলতা এবং মধ্যবিত্তের আর্থসামাজিক টানাপোড়েন সংলাপের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণ গল্পের বাস্তবতাকে গভীরতা দিয়েছে। তাঁর গল্পে গ্রামীণ জীবনের কথ্যরীতি, স্থানীয় সংস্কৃতির অনুষঙ্গ এবং লোকজ ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার গল্পকে জীবনের অন্তর্লীন বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' বা 'গণদেবতা' গল্পে তারাশঙ্করের ভাষার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ প্রাণবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪. ভাষা ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক - দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ছোটগল্পে ভাষা কেবল গল্প বলার মাধ্যম ছিল না, বরং তা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনবোধ, সংস্কৃতি এবং সময়ের প্রতিফলন বহন করেছে। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের ভাষা, নগরজীবনের বাস্তবতা এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্ব ভাষার শৈলীতেই প্রতিফলিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে লোকজ ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার দেখা যায়। গল্পের চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাষার শৈলী নির্ধারিত হয়েছে।

সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পে নগরজীবনের ভাষা ছিল গতিশীল, দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং চরিত্রের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

উপসংহার - বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীর রূপান্তর কেবলমাত্র ভাষাগত পরিবর্তন নয়, বরং সমাজ, সংস্কৃতি এবং মানসিকতার পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক প্রতিচ্ছবি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তববাদী ভাষা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকায়ত ভাষা, সমরেশ বসুর নগরজীবনের ভাষা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক মানসিক দ্বন্দ্বের ভাষা এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার ভাষা বাংলা ছোটগল্পের শৈলীতে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

এই রূপান্তর কেবলমাত্র ভাষার রূপ নয়, বরং বিষয়বস্তুর গভীরতা, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, এবং সামাজিক সংকটের বহিঃপ্রকাশে এক অনন্য অবদান রেখেছে। বাংলা ছোটগল্পের ভাষা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনবোধকে প্রকাশের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 74
Website: https://tirj.org.in, Page No. 659 - 663
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাধ্যমে সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে বাংলা ছোটগল্পের ভাষা শৈলীর এই বৈচিত্র্য নতুন প্রজন্মের লেখকদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, (১৯৫৪), *পুতুলনাচের ইতিকথা,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৫৬
২. তদেব, পৃ. ২০
৩. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, (১৯৮৮), *দূরবীন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪০

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, (১৯৫১), *পুতুলনাচের ইতিকথা,* কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির।
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৫৪), *হাঁসুলিবাঁকের উপকথা,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।
বসু, সমরেশ, (১৯৬৭), *প্রজাপতি,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস।
গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, (১৯৭০), *অরণ্যের দিনরাত্রি,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, (১৯৮০), *স্বর্ণমৃগ,* কলকাতা: দেজ পাবলিশিং।
মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, (১৯৮৮), *দূরবীন,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
চৌধুরী, সুনীলকুমার, (২০০১), *বাংলা ছোটগল্পের ভাষা ও শৈলী,* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।
দত্ত, সুপ্রিয়, (১৯৯৫), *বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন,* কলকাতা: সাহিত্য একাডেমি।
ঘোষ, অরিন্দম, (২০১০), *আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ভাষা বিশ্লেষণ,* কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ।
মুখোপাধ্যায়, অশোক, (১৯৯৮), *বাংলা কথাসাহিত্যের রূপান্তর,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।
সেন, প্রতাপচন্দ্র, (২০০৫), *বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বিবর্তন,* কলকাতা: বিদ্যাসাগর পাবলিকেশন।